জেলার নামঃ ঝিনাইদহ

প্রশ্ন ১) পাসওয়ার্ড কতদিন পরপর পরিবর্তন করতে হবে?

উত্তরঃ সাধারনত পাসওয়ার্ড ১ মাস পরপর পরিবর্তন করতে পারলে ভালো হয়। তবে সেটা সম্ভব না হলে অন্তত ৩ মাস পরপর অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন ২) আমরা কিভাবে সার্টিফিকেট পাবো?

উত্তরঃ কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা সার্টিফিকেট পাবো।

প্রশ্ন ৩) কেউ যদি আমার আইডি হ্যাক করে এবং আমার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে সেক্ষেত্রে আইডি পুনরুদ্ধার কি সম্ভব?

উত্তরঃ আমরা অনেক সময় ফেসবুক আইডি হ্যাকিং এর ঘটনা দেখে থাকি অথবা অন্য কারোর ছবি নাম দিয়ে অনেকে ফেসবুক আইডি খুলে তাকে বিব্রত করতে দেখি। ফেসবুকে আপনার নামে কেউ ফেক আইডি খুললে কিভাবে রিপোর্ট করবেন এটা সকলের জেনে রাখা ভাল। প্রথমে যেই আইডিতে রিপোর্ট করতে চান তার প্রোফাইলে যান। এবার ওপর থেকে **More** অপশানে ক্লিক করুন। এবার **Find support or report profile** ক্লিক করুন। এখানে অনেক গুলো অপশন পাবেন সব গুলোর অর্থ সংক্ষেপে নিচে বলা হলঃ

Pretending to be someone

যদি কেউ আপনার নামে ফেক ফেসবুক আইডি খোলে তাহলে Pretending to be someone ক্লিক করে নিচে থেকে **me** সিলেক্ট করুন।

হ্যাকড আইডি পুনরুদ্ধারঃ

হ্যাকড আইডি উদ্ধার করার জন্য **https://www.facebook.com/hacked** লিঙ্কটি প্রথমে ওপেন করতে হবে। এরপর **"My Account is Compromised"**-বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরবর্তী ধাপে নিজ প্রোফাইলের অন্তর্ভুক্ত **"Email Address"** অথবা **"Phone Number"** লিখে **Search** বাটনে ক্লিক করার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ **'পাসওয়ার্ড'** পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করবে। একটি Security Code উদ্ধারকারীর **'Email Address'** অথবা **'Phone Number'** এ যাবে এবং নতুন **'পাসওয়ার্ড'** এর জন্য অনুরোধ করবে। আর এইভাবে হ্যাকড আইডি উদ্ধার করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৪) সাইবার অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোন ধরনের আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? এই ধরণের অপরাধসমূহের বিচার কিভাবে করা হয়?

উত্তরঃ সাইবার অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে যদি গুরুতর কোনো অপরাধ হয় তাহলে নিকটস্থ থানার সহায়তা নেয়া যেতে পারে। পুলিশ মামলা না নিলে সেক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন,২০০৬ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল অথবা আমলি আদালতে পিটিশন মামলা দায়ের করতে পারেন। সাধারনত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর বিধান অনুযায়ী এই ধরণের অপরাধের বিচার করা হয়। তবে এই আইনে ভিন্নরুপ কিছু না থাকলে অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।